গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২

বিষয়ঃ **'Integrating Community-based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programmes (ICBA-AR)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি)'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি: জনাব ইসতিয়াক আহমদ, ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ: ১৮ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়: বিকাল ০২:০০ ঘটিকা ।
স্থান: সভাকক্ষ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-'ক'।

১.০। **উপস্থাপনাঃ** সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত: জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) ও ICBA-AR প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল করিম প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে সভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বিপদাপন্ন উপকূলীয় ৫ টি জেলায় জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত Integrating Community-based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programmes (ICBA-AR) প্রকল্পটি সরকারের ৭ টি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত প্রকল্প। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত এই প্রকল্পটির আর্থিক সহায়তা করছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ মূল কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

২.০. **আলোচনা ঃ**

২.১। আলোচনার শুরুতে প্রকল্প ব্যবস্থাপক জানান যে, প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভশীল স্থানীয় মানুষের বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টির জন্য বনজ- ফলজ-মৎস্য (FFF) মডেল এই প্রকল্পের একটি অন্যতম কার্যক্রম। কিন্তু এই মডেলের জন্য বর্তমান প্রকল্পে বরাদ্দকৃত বাজেট পূর্বে বাস্তবায়িত সিবিএসিসি প্রকল্পের তুলনায় কম হওয়ায় বন অধিদপ্তর অঙ্গের প্রকল্প পরিচালক জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বরাবরে বাজেট বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক এর নির্দেশক্রমে বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য গত ৩ জুন ২০১৭ তারিখে বন অধিদপ্তর অঙ্গের প্রকল্প পরিচালক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে একটি সভা বন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন পর্যালোচনা শেষে প্রতীয়মান হয় যে, এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবতার তুলনায় অনেক কম। এই প্রসঙ্গে প্রকল্প ব্যবস্থাপক উল্লেখ করেন যে, পূর্বে বাস্তবায়িত সিবিএসিসি-সিএফ প্রকল্পে FFF মডেল প্রস্তুতের জন্য প্রতি ১ ঘনফুট মাটি কাটার জন্য ফিজিক্যাল প্রটেকশনসহ ১.৮০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও আইসিবিএ-এআর প্রকল্পে তা ১.১০ টাকা হিসাবে নির্ধারিত আছে। তাছাড়া আইসিবিএ-এআর প্রকল্পে মডেলের ডিজাইনে পরিবর্তনের ফলে মাটির পরিমাণ পূর্বের প্রকল্পের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হলেও বাজেটে তার কোন প্রতিফলন হয়নি। সেই জন্য FFF মডেল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হলে বাজেট বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প হিসাবে তাদের মতামত জানতে চাইলে প্রকল্পের বন অধিদপ্তর অংগের প্রকল্প পরিচালক জনাব গোবিন্দ রায় উল্লেখ করেন যে, সিবিএসিসি-সিএফ প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রকল্প প্রণয়নকালে থ্রিএফ মডেলের ডিজাইনে উন্নয়ন করা হয়েছে। যার ফলে এ প্রকল্পে থ্রিএফ মডেল প্রস্তুতকালে প্রতি হেক্টরে পূর্বের তুলনায় প্রায় ৯৩,৪৩৫ ঘন ফুট মাটি বেশি কাটতে হবে। ফলে বর্তমান বাজারের শ্রম মূল্যের বিবেচনায় ১.১০ টাকা দরে এ কাজ বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। তিনি আরো বলেন যে, বিষয়টি নিয়ে গত ১২ জুন ২০১৭ তারিখে প্রজেক্ট বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সভায় প্রতি ১ ঘনফুট মাটি কাটার জন্য ২.০০ টাকা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানতে চান যে, থ্রিএফ মডেল বাস্তাবায়নে অতিরিক্ত কত টাকা প্রয়োজন এবং তা প্রকল্পের অন্য কোন খাত থেকে সংস্থান করা যাবে কীনা। প্রকল্প ব্যবস্থাপক উল্লেখ করেন যে, মডেলের ডিজাইনে পরিবর্তন এনে দৈর্ঘ্য কমালেও অতিরিক্ত বর্তমান বাজেটের সমপরিমান অর্থ প্রয়োজন হবে। তিনি বলেন সিপিপি স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্পে যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ রয়েছে যা থেকে প্রায় ১ কোটি টাকার সংস্থান করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, ঐ খাতে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়নকালে এ বাজেট নির্ধারন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যেহেতু প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন কেবলমাত্র শুরু হয়েছে, তাই ঠিক এ মুহূর্তেই আন্তঃখাত সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করা উচিত হবে না। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান বলেন যে, যেহেতু প্রকল্পটি কমিউনিটিকেন্দ্রিক এবং FFF মডেল বাস্তবায়নের ফলে তারা উপকৃত হবে, কাজেই তাদের স্বেচ্ছাশ্রমের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং এ কার্যক্রমের উপরে কমিউনিটি ওনারশিপ্ সৃষ্টি হবে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সম্প্রতি মাঠ পরিদর্শনের সময় নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় এ ব্যাপারে উপকারভোগীদের যথেষ্ট

আগ্রহ রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন। থ্রি এফ মডেলের খরচ কমানোর জন্য এর আয়তন হ্রাস ও প্রতি ইউনিট বাবদ উপকারভোগী বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা হলে জনাব খুরশিদ আলম, এসিস্টেন্ট কান্ট্রি ডাইরেক্টর, ইউএনডিপি বাংলাদেশ কার্যক্রমের গুণগত মানের বিষয়ে কোন আপোষ না করার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া থ্রি এফ মডেলের প্রস্তাবিত নক্শা স্বাক্ষরিত প্রকল্প দলিলের একটি অংশ বিধায় উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তা পরিবর্তন করা অনুচিত হবে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ সকল কারণে সভাপতি মহোদয় কমিউনিটি স্বেচ্ছাশ্রমের উপর গুরুত্বারোপ করে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

২.২। প্রকল্প ব্যবস্থাপক উল্লেখ করেন যে, জলবায়ুজনিত বিপদাপন্নতার বিবেচনায় পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া ও মঠবাড়িয়া উপজেলাকে প্রকল্প এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ইআরডিতে অনুষ্ঠিত একটি আন্ত:মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সুপারিশ করা হয়েছে এবং বিষয়টি প্রকল্প দলিল এবং টিপিপিতেও উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার পরিবর্তে কাউখালী উপজেলাকে প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় পরামর্শ প্রদান করেন যে, যেসব স্থানে থ্রিএফ মডেল বাস্তবায়ন সম্ভব সেখানে আগে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। এ বিষয়ে জনাব খুরশিদ আলম, এসিস্টেন্ট্ কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি বলেন যে, স্থানের ভাল্নারেবিলিটির বিষয়টিও এক্ষেত্রে বিবেচনা করা দরকার।

২.৩। প্রকল্প এলাকার স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম যথযাথভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে উপজেলা পর্যায়ে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্ভাব্য সদস্য ও দায়িত্ব কর্তব্য সভায় সকলের মতামতের জন্য উপস্থাপন করেন। সভায় জানানো হয় যে, বাংলদেশের রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান থাকলেও উপকূলীয় বনাঞ্চলের জন্য এ ধরণের কোন কমিটি নেই। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় পূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পে এ ধরণের কোন কমিটি ছিল কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক আগের প্রকল্পের কমিটির গঠন সভায় উপস্থাপন করে বলেন যে, ঐ কমিটিতে কিছু উন্নয়নযোগ্য দিক ছিল এবং তা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে বর্তমান প্রকল্পের জন্যও কমিটি গঠন করতে হবে। সভাপতি মহোদয় আগের কমিটিকে অনুসরন করে বর্তমান প্রকল্পের জন্য এ ধরনের কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৪। সভাপতির নির্দেশক্রমে প্রকল্পের বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প পরিচালক ও প্রতিনিধিগণ আগামী ৬ (ছয়) মাসের জন্য তাদের কাজের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় প্রত্যেক বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কী কী কাজ সম্পাদন করা হবে তার বিবরণসহ কর্মপরিকল্পনা প্রেরণের অনুরোধ করেন।

২.৫। প্রকল্প ব্যবস্থাপক বলেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে গিয়ে অনেক কার্যক্রমের বাজেট পর্যালোচনায় সু-স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক খাতে এমনভাবে বাজেট ধরা হয়েছে যা প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে বাধাগ্রস্ত হবে। সেজন্য বাজেট পর্যালোচনা ও আন্তঃখাত সমন্বয়ের জন্য পিএমইউ, ইউএনডিপি, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ একটি কমিটি গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন যাতে করে পরবর্তী সভায় বাস্তব সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শুরু থেকেই যথাযথভাবে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করা যায়। এ বিষয়ে উপস্থিত সবাই অভিমত প্রদান করেন যে, যেহেতু প্রকল্পটির কার্যক্রম কেবলমাত্র শুরু হয়েছে, কাজেই এ মুহূর্তে আন্তঃখাত সমন্বয় সমীচীন হবে না।

৩.০. সিদ্ধান্ত ঃ

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
৩.১.	আইসিবিএ-এআর প্রকল্পে যে সব স্থানে স্থানীয় কমিউনিটি মাটি কাটার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা শ্রম প্রদানে আগ্রহী প্রাথমিকভাবে সে সব স্থানে সিবিএসিসি প্রকল্পের রেট অনুসারে ১.৮০ টাকা/ঘনফুট হারে থ্রিএফ মডেলের কাজ শুরু করতে হবে;	জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প ব্যবস্থাপক/ সংশ্লিষ্ট সংস্থা
৩.২.	পূর্বে বাস্তবায়িত সিবিএসিসি-সিএফ প্রকল্পের সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র অনুসারে এই প্রকল্পের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প ব্যবস্থাপক

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
৩.৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ কাজের বিবরণ ও বাজেটসহসহ কর্মপরিকল্পনা জরুরীভিত্তিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;	জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প ব্যবস্থাপক/ সংশ্লিষ্ট সংস্থা
৩.৪.	প্রকল্প দলিলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সংস্থান অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং পরবর্তীতে আন্তঃখাত সমন্বয়ের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প ব্যবস্থাপক/ সংশ্লিষ্ট সংস্থা

৪.০. অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ইসতিয়াক আহমদ)
ভারপ্রাপ্ত সচিব